আগে থেকে যা জেনেছি বুদ্ধি দিয়ে তার সত্যাসত্য বিচার করি। বাস্তবের সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

সুতরাং যথার্থ জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধিজাত ও প্রাক্‌সিদ্ধ (a priori)—বুদ্ধিবাদীদের এ মতবাদ এক ধরনের নির্বিচারবাদ এবং তা গ্রহণযোগ্য নয়।

১০। অভিজ্ঞতাবাদ বা প্রত্যক্ষবাদ বা দৃষ্টিবাদ (Empiricism) ঃ

অভিজ্ঞতাবাদের (Empiricism) মূল কথা হল অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। অভিজ্ঞতা ছাড়া জ্ঞানলাভের অন্য কোন পথ নেই। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিসাবে জন লক্ (John Locke)-এর নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেও প্রাচীন

Scanned with CamScanner

গ্রীসের দার্শনিকদের মধ্যেও অভিজ্ঞতাবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। 'সোফিস্ট' (Sophists) বলে পরিচিত কথার মারপ্যাঁচে অভিজ্ঞ একদল দার্শনিক মনে করতেন, ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতাই সত্যাসত্য নির্ণয়ের মাপকাঠি। যা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সত্য তা আমার কাছে সত্য। আধুনিক যুগে লকের পূর্ববর্তী দার্শনিক বেকন্ (Bacon) অভিজ্ঞতাবাদের কথা বলেছেন। তিনি অভিজ্ঞতার সাহায্যে জ্ঞানের উপকরণ সংগ্রহ করতে, জ্ঞানকে প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অভিজ্ঞতাবাদ কি?

লকের অভিমত ঃ আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে লক্ হলেন অভিজ্ঞতাবাদের প্রধান পুরোহিত। তিনিই সর্বপ্রথম অভিজ্ঞতাবাদের একটি সুসংহত ও সুস্পষ্ট রূপ দিয়েছেন। ডেকার্টের বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে লক্ অভিজ্ঞতাবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ডেকার্ট (Descartes) প্রমুখ বুদ্ধিবাদীদের মতে মানুষ কতকগুলো সহজাত ধারণা (innate idea) নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই সহজাত ধারণাগুলো স্বতঃসিদ্ধ। এইসব সহজাত ধারণা থেকে গাণিতিক অবরোধ পদ্ধতিতে (mathematical deduction) জগৎ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানলাভ করা হয়ে থাকে। লক্ ডেকার্টের সহজাত ধারণা সম্পকীয় মতবাদের কঠোর সমালোচনা করেন। লকের মতে মানুষ, জন্মের সময় কোন সহজাত ধারণা নিয়ে জন্মায় না। **প্রথমতঃ,** যদি মানুষ সহজাত ধারণা নিয়ে জন্মাতো, তবে সকল মানুষের মধ্যেই এরূপ ধারণার অস্তিত্ব থাকতো। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, সকল মানুষের মনে এরকম কোন সহজাত ধরণার অস্তিত্ব নেই। শিশু, মূর্খ ও অশিক্ষিত বর্বর ব্যক্তিরা কারণতা, অসীমত্ব, নিত্যতা প্রভৃতির ধারণা সম্পর্কে আদৌ সচেতন নয়। বলা যেতে পারে যে, এদের মনের মধ্যে এসব সহজাত ধারণা আছে, কিন্তু তারা এসব ধারণা সম্পর্কে সচেতন নয়। কিন্তু একথা হবে স্ববিরোধী। **দ্বিতীয়তঃ,** যদি প্রকৃতই সহজাত ধারণার অস্তিত্ব থাকে, তা হলে প্রত্যেক মানুষের মনেই তা একইরকম হবে। কিন্তু ঈশ্বর, নৈতিকতা প্রভৃতি তথাকথিত সহজাত ধারণার রূপ বিভিন্নকালে ও বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাছাড়া, একই সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এসব ধারণা একরূপ নয়। **তৃতীয়তঃ,** সকলের মনের মধ্যে কোন ধারণার অস্তিত্ব থাকলেই তাকে সহজাত বলা চলে না। 'আগুন' সম্পর্কে সকলের ধারণা একই রকম হলেও 'আগুন' কোন সহজাত ধারণা নয়। সর্বজনস্বীকৃতি সহজাত ধারণার কোন প্রমাণ নয়। **চতুর্থতঃ,** তথাকথিত সহজাত সূত্রগুলো বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের সাহায্যে প্রাপ্ত সাধারণ সত্য ছাড়া আর কিছু নয়। বুদ্ধিবাদীরা যাকে অভিজ্ঞতাপূর্ব অথবা সহজাত সূত্র বলেছেন, তা প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাপ্ত। বিশেষ বিশেষ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেই লোকে জানে যে, একটি বস্তু একই সঙ্গে শ্বেত বর্ণ ও অশ্বেত বর্ণ হতে পারে না। পরে সামান্যীকরণের সাহায্যে সে বিরোধবাধক নিয়ম (Law of Contradiction) সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। এভাবে সহজাত ধারণাতত্ত্বের অস্তিত্ব খণ্ডন করে লক্ অভিজ্ঞতাবাদের পথ প্রশস্ত করেছেন।

ডেকার্টের সহজাত ধারণার বিরুদ্ধে লকের যুক্তি

Scanned with CamScanner

লক্ বলেন, মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার মন একেবারে শূন্যগর্ভ থাকে। এই শূন্যগর্ভ মনকে লক্ সাদা বা অলিখিত কাগজ *(tabula rasa)* বলে অভিহিত করেছেন। মন সমস্ত ধারণা লাভ করে অভিজ্ঞতা থেকে। অভিজ্ঞতা আসে দুটি পথ ধরে—একটি পথ হল সংবেদন (sensation), আরেকটি পথ হল অন্তর্দর্শন (reflection)। সংবেদনের সাহায্যে আমরা বাইরের জিনিসের জ্ঞানলাভ করি। অন্তর্দর্শনের সাহায্যে নিজের মানসিক অবস্থার জ্ঞান পাই। সংবেদন এবং অন্তর্দর্শন এই দুটি পথ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে মনে ধারণার উৎপত্তি হতে পারে না। অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে যে সব ধারণা মনে প্রবেশ করে মন সেগুলিকে নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে। মনের ভেতরে ধারণাগুলি এসে না পৌছানো পর্যন্ত মনের কোন সক্রিয়তা থাকে না। যখন মনের ভেতরে বিভিন্ন ধারণা এসে উপস্থিত হয়, তখন তাদের পরস্পরের সাথে তুলনা করে, সংযুক্ত করে মন জটিল ধারণার সৃষ্টি করে এবং বিশেষ বিশেষ ধারণা থেকে আরোহ (inductive) পদ্ধতিতে সামান্যীকরণের সাহায্যে সাধারণ ধারণা (concept) সৃষ্টি করে। তাই লক্ বলেন, "বুদ্ধিতে এমন কিছুই থাকে না যা আগে ইন্দ্রিয়ের ভেতরে ছিল না" (There is nothing in the intellect which was not previously in the sense.)। লকের এই মতবাদকে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানবাদ অথবা পরতঃসিদ্ধ জ্ঞানবাদ (A posteriori theory of knowledge) বলা হয়, যেহেতু এ মতবাদ অনুসারে অভিজ্ঞতার পর জ্ঞানের উদ্ভব হয়। অভিজ্ঞতার পরে যা জ্ঞানরূপে সিদ্ধ অথবা প্রমাণিত হয় তা পরতঃসিদ্ধ।

লকের মতে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যেসব 'ধারণা' (idea) পাওয়া যায় তাদের বাদ দিয়ে জ্ঞান সম্ভব নয়। লক্ সমস্ত ধারণাকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যথা— মৌলিক ও যৌগিক। যেসব ধারণাকে মন নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে, যাদের মন নিজে সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে পারে না সেগুলি মৌলিক ধারণাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে বলে মৌলিক ধারণাগুলিকে জ্ঞানের বর্ণমালা (alphabets of knowledge) বলা হয়। এই জ্ঞানের বর্ণমালা লাভ করার পর মন সক্রিয়ভাবে একাধিক মৌলিক ধারণাকে সংযুক্ত করে যৌগিক ধারণা (complex ideas) গঠন করে অথবা বিভিন্ন মৌলিক ধারণার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে জ্ঞান গঠন করে। তাই বলে ধারণাই জ্ঞান নয়। ধারণাসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য প্রভৃতি সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করাই জ্ঞান (Knowledge is nothing but the perception of connection and agreement or disagreement and repugnance of any of our ideas)। যেমন— 'মানুষ' ও 'মরণশীল' এ দুটি ধারণার মিল প্রত্যক্ষ করতে পারি বলে 'মানুষ হয় মরণশীল' বাক্যটি জ্ঞান। আবার 'বৃত্ত ও ত্রিভুজ' এ দুটি ধারণার অমিল প্রত্যক্ষ করে যখন বলা হয় 'বৃত্ত', নয় 'ত্রিভুজ' তখন তা জ্ঞান। নতুবা 'মানুষ', 'মরণশীল', 'বৃত্ত', 'ত্রিভুজ' ইত্যাদি ধারণা জ্ঞান নয়। আবার ধারণার সাথে বস্তুর মিল থাকলে সেই ধারণা সত্য, মিল না থাকলে ধারণাটি মিথ্যা। লকের মতে জ্ঞাতা মন জ্ঞেয়বস্তুকে বা বিষয়কে জানে ধারণার মাধ্যমে।

লকের মতে জ্ঞানের সংজ্ঞা

বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্ভব নয়

Scanned with CamScanner

অর্থাৎ ধারণা হল একটা প্রতীক যার মাধ্যমে মন জ্ঞেয়বস্তুকে জানে। আমি যখন টেবিলটিকে প্রত্যক্ষ করি তখন আমার কাছে যা উপস্থিত হয় তা আসল 'টেবিল' নয়, টেবিলের ধারণামাত্র। মন সাক্ষাৎভাবে কেবল ধারণাকেই জানতে পারে, বস্তুকে নয়। ধারণা থেকে বস্তু সম্পর্কে পরোক্ষভাবে জ্ঞানলাভ করা যায়। এজন্য জ্ঞান সম্পর্কীয় লকের মতবাদকে প্রতীকবাদ (Representationalism) আখ্যা দেওয়া হয়।

লক্ বলেন, যেহেতু মৌলিক ধারণাগুলি মন সৃষ্টি করে না, সুতরাং মৌলিক ধারণাগুলি বস্তু কর্তৃক আমাদের মনে সৃষ্ট হয়। সোজা কথায়, বস্তু আমাদের মনে ধারণার সৃষ্টি করে।

বস্তুর গুণের শ্রেণীবিভাগ

মনের মধ্যে ধারণা সৃষ্টি করার জন্য বস্তুতে যে শক্তি আছে লক্ তাকে 'গুণ' (quality) বলেছেন। এসব গুণ তিন প্রকার—মুখ্যগুণ (primary quality), গৌণগুণ (secondary quality) এবং তৃতীয় স্তরের গুণ (tertiary quality)। মুখ্যগুণগুলি বস্তুর অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য এবং এরা বস্তুতে থাকে বলে এদের বস্তুগত (objective) বলা হয়েছে। বিস্তৃতি, আকার, আয়তন, গতি, ওজন ইত্যাদি মুখ্যগুণ। গৌণ ও তৃতীয়স্তরের গুণ বস্তুগত নয়। এরা অন্য বস্তুতে কার্য (effect) উৎপাদন করতে সক্ষম মাত্র। গৌণগুণগুলি মুখ্য গুণের মাধ্যমে আমাদের মনে বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ, শব্দ, শৈত্য ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করে। বস্তুর তৃতীয় স্তরের গুণ অন্য বস্তুর আকার আয়তনের পরিবর্তন আনে, যেমন সূর্যের তাপে মোমের কাঠিন্য তরল হয়ে যায়। লকের মতে মুখ্যগুণের ধারণা বাস্তব; গৌণগুণের ধারণা বাস্তব নয়। গৌণগুণ বস্তুতে থাকে না, গৌণগুণ মনোগত।

লক্ নিজে অভিজ্ঞতাবাদী হয়েও দ্রব্য, আত্মা ও ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা কেবল বস্তুর গুণ জানতে পারি। গুণ যেহেতু কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে, সেইজন্য দ্রব্যের স্বরূপ না জানতে পারলেও গুণের আধার হিসেবে দ্রব্যকে স্বীকার করে নিতেই হয়। লকের মতে দ্রব্য অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এই ভাবেই চিন্তা, অনুভূতি প্রভৃতি কার্যের আধার হিসাবে আত্মার অস্তিত্বের কথাও আমরা প্রত্যক্ষ অনুভূতির (intuition) সাহায্যে উপলব্ধি করি। আর এই জগতের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ঈশ্বরের সত্তা আমরা অনুমান করে থাকি। অভিজ্ঞতার বাইরে কোন কিছুকে মানতে রাজী না হলেও লক্ দ্রব্য, আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিজের প্রবর্তিত মতবাদ লঙ্ঘন করেছেন।

লক্ দ্রব্য, আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন

বার্কলির অভিমত ঃ

বার্কলি (Berkeley)-ও একজন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। তিনি বস্তুর মনোবাহ্য স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। প্রত্যক্ষই যদি জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় হয় তা হলে আমরা শুধু ধারণা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করি। ধারণার বাইরে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। কারণ ধারণার বাইরে আমরা কোন বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারি না। বস্তু সংবেদন ও ধারণার সমষ্টি মাত্র। এসব ধারণার প্রত্যক্ষকর্তা হিসাবে মন বা আত্মা সম্পর্কে আমরা সচেতন হই। তাঁর মতে মন ও তার ধারণাই এক মাত্র সত্য। পরে অবশ্য বার্কলি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। জগতের বস্তুসমূহ ধারণার সমষ্টিমাত্র। আমরা যাকে সামান্য ধারণা বলি তা 'নাম' (name) মাত্র। এই নামের অনুরূপ কোন বস্তু নেই।

Scanned with CamScanner

হিউমের অভিমত ঃ

পরবর্তীকালে হিউম (Hume) লকের অভিজ্ঞতাকে চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। হিউম দ্রব্য, আত্মা ও ঈশ্বরের সত্তা অস্বীকার করেছেন, কেননা এগুলির সাক্ষাৎ জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়।

হিউমের মতে সমস্ত জ্ঞানই আসে মুদ্রণ (impression) এবং ধারণা (idea) থেকে। মানুষের ইন্দ্রিয়ের সাথে বস্তুর সংস্পর্শ ঘটলে সেই বস্তুর একটি ছাপ মনের উপরে পড়ে। এরই নাম মুদ্রণ। মুদ্রণ অস্পষ্ট আকার ধারণা করলে তাকে ধারণা বলা হয়। কাজেই হিউমের মতে মুদ্রণ ছাড়া কোন ধারণাই হতে পারে না। দ্রব্য, আত্মা বা ঈশ্বরের কোন মুদ্রণই সম্ভবপর নয়, কারণ ইন্দ্রিয় দিয়ে তাদের পাওয়া যায় না এবং ইন্দ্রিয় ছাড়া কোন মুদ্রণও হতে পারে না। সুতরাং দ্রব্য, আত্মা ও ঈশ্বরের জ্ঞান সম্ভব নয়, এবং যে জিনিসের জ্ঞান সম্ভব নয় তার সত্তা আছে—এ কথাও স্বীকার করা যায় না।

হিউমের মতে দ্রব্য, আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না

হিউমের মতে যা প্রত্যক্ষের বিষয় তারই কেবল অস্তিত্ব আছে। আমরা গুণকেই শুধু প্রত্যক্ষ করি। গুণের আধাররূপে 'দ্রব্য' প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। কাজেই 'দ্রব্য' আমাদের মনের একটি অমূর্ত ধারণা মাত্র। যদি দ্রব্য বলে কিছু থাকেই তবে তার জ্ঞান নিশ্চয় আমরা সংবেদনজাত মুদ্রণ অথবা অন্তর্দর্শনজাত মুদ্রণ থেকে পাবো। দ্রব্য যদি চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায় তবে তা নিশ্চয় বর্ণ হবে, কেননা চোখ শুধু বর্ণ প্রত্যক্ষ করতে পারে। দ্রব্য যদি কান দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায়, তা হলে তা নিশ্চয় শব্দ। কেউই নিশ্চয় স্বীকার করবে না যে, দ্রব্য বর্ণ কিংবা শব্দ কিংবা স্বাদ। সুতরাং কতকগুলি গুণের সমষ্টি ছাড়া স্বতন্ত্র কোন দ্রব্যের ধারণার অস্তিত্ব নেই। হিউম বলেছেন, কোন মানুষের জীবনে যত কিছু প্রত্যক্ষ বা অনুভূতি হয় তাদের সমষ্টি হল ওই মানুষের 'মন' বা 'আত্মা'। কার্যকারণ সম্পর্ক বিষয়ে হিউমের অভিমত হল, ঘটনার পারম্পর্যকে কারণত্ব বলে এবং কারণ কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা মাত্র।

জ্ঞানোৎপত্তির ব্যাপারে হিউম বুদ্ধির কোন দান আছে বলে মনে করেন না। হিউম মনে করেন, বিচ্ছিন্ন মুদ্রণ বা ছাপগুলো সান্নিধ্য (Contiguity), সাদৃশ্য (Similarity) এবং কার্যকারণ সম্পর্ক (Causality)—অনুষঙ্গের এই তিনটি নিয়মের দ্বারা সংবদ্ধ হলেই জ্ঞানের উদ্ভব হয়। আবার কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্যে কোন আবশ্যিক বা অনিবার্য সম্পর্কের কথা হিউম স্বীকার করেন না। কার্যকারণ সম্পর্ক আমাদের অভ্যাসগত একটি ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

জ্ঞানের ব্যাপারে বুদ্ধির কোন দান নেই

আমাদের সমগ্র জ্ঞানকে হিউম দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন ঃ (১) জাগতিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান। (২) তর্কশাস্ত্র ও গণিতের জ্ঞান। জাগতিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। যেমন, আকাশ নীল, সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে ইত্যাদি। এই ধরনের জ্ঞানে নতুনত্ব আছে অর্থাৎ আমরা এই সমস্ত বাক্য থেকে নতুন সংবাদ পাই। কিন্তু এতে আবশ্যিকতা বা সর্বজনগ্রাহ্যতা (Universality) নেই। কিন্তু তর্কশাস্ত্র বা গণিতে কোন বাস্তব ব্যাপার সম্পর্কে আমরা কোন জ্ঞানলাভ করি না। এই জ্ঞান হলো কতকগুলি ধারণার পারস্পরিক সম্পর্কের জ্ঞান। এই জ্ঞান অবশ্যম্ভব বা অনিবার্যভাবে সত্য হলেও

Scanned with CamScanner

এতে কোন নতুনত্ব নেই। এই জ্ঞান পুনরাবৃত্তিমূলক (tautological)। কাজেই হিউমের মতে প্রকৃত জ্ঞান সম্ভব নয়। কারণ প্রকৃতজ্ঞানে নতুনত্ব ও সর্বজন গ্রাহ্যতা এই দুই-ই থাকবে।

হিউমের সংবেদনবাদ সংশয়বাদের প্রকারভেদ

হিউমের অভিজ্ঞতাবাদকে সংবেদনবাদ (Sensationism) বলা যেতে পারে। একমাত্র সংবেদনই সত্য। যে জিনিসের সংবেদন পাওয়া যায় না সে জিনিসের জ্ঞানলাভও সম্ভব নয়। হিউমের সংবেদনবাদ সংশয়বাদের (Scepticism) নামান্তর। সর্বজনীন সত্য নেই, কোন জ্ঞানই নিশ্চিত নয়, সব জ্ঞানই সম্ভাব্য—এই হল হিউমের বক্তব্য।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে বাস্তব বিষয়ের জ্ঞান ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ছাড়া হতে পারে না। জাগতিক যে কোন বিষয়ের জ্ঞান পেতে হলে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও আরোহ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। আবার যাঁরা চরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদী, যেমন মিল্ (J.S.Mill), তাঁরা বলেন যে, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ছাড়া কোন রকম জ্ঞানই সম্ভব নয়। যাকে আমরা অবশ্যম্ভব বচন বলি, যেমন—'২+২=৪', 'ত্রিভুজের তিন কোণ মিলিতভাবে দুই সমকোণের সমান' ইত্যাদি অবশ্যম্ভব বচনও ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতায় লভ্য। চরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে অবশ্যম্ভব বলে কোন কিছু নেই। '২+২=৪'—এ জাতীয় গাণিতিক বচনেও অবশ্যম্ভব জ্ঞান প্রকাশিত হয় না। '২+২=৪' এবং 'সকল কাক কালো'—এ দু'ধরনের বচনই আরোহলব্ধ অর্থাৎ, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালব্ধ। অপরপক্ষে হিউম-এর মতে অবশ্যম্ভব অর্থাৎ পূর্বতঃসিদ্ধ বচন মাত্রই বিশ্লেষক এবং আপতিক অর্থাৎ পরতঃসিদ্ধ বচন মাত্রই সংশ্লেষক। এ দু'রকমের বচন ছাড়া অন্য কোন প্রকার বচন হতে পারে না। তার মানে কোন পূর্বতঃসিদ্ধ বচন সংশ্লেষক হতে পারে না।

১১। চরমপন্থী ও নরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদ ঃ

জ্ঞানের উৎস হিসাবে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও অভিজ্ঞতাবাদীদের মধ্যেও মতবিরোধ আছে। প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতাবাদীদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী আছে। চরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদী ও নরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদী। যাঁরা চরমপন্থী তাদের

Scanned with CamScanner